গাংনীতে নোংরা রাজনীতির উত্থান!

রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে ব্যক্তিগত আক্রোশের মধ্য দিয়েই নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগে। যার ফলে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্ম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিরা।

সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও তাদের নেতা কর্মীদের জনসভায় অশালীন বক্তব্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এ পরিস্থিতি।

জনসভায় হাজারও জনতার মধ্যে একে অপরের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করছেন এই শীর্ষ রাজনীতিবিদরা। এখন এই কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি রাজনীতি কেন্দ্রীক নয়, গড়িয়েছে ব্যক্তি ও পারিবারিক সদস্যদের পর্যন্ত। তাদের মৃত পিতা-মাতার চরিত্র নিয়েও বলতে শুরু করেছেন একে অপরে। জনসভায় নেতাদের অশ্রাব্য ও অশালিন বক্তব্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তৃণমুলের নেতা কর্মীরা।

বিশ্লেষণে জানা গেছে, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ মুলত ১৯৯৬ সাল থেকে কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাব উদ্দীন মেহেরপুর-২ আসনের দলীয় মনোনয়ন পান। সে দলীয় মনোনয়ন মেনে না নিয়ে স্থানীয় নেতা কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মকবুল হোসেনকে (টেলিভিশন মার্কা) প্রতিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাড় করিয়ে দিয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করান। তখন থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মকবুল হোসেন নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ আবারও বিভক্ত হয়ে পড়ে। সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন গ্রুপ ও বর্তমান জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক গ্রুপ।

মকবুল হোসেন গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চলেছে সংঘর্ষ, মামলা হামলা। এম খালেকের সাথে

এদিকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, ১৯৮৩ সালে ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে আমার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ১৯৮৬ সালে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪ সালে দলের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলাম। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় বিএনপির জেল-জুলুমের শিকার হয়ে ২৯টি মামলা ও ছয়বার জেলে যেতে হয়েছে আমাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দল তাঁকে এমপি মনোনীত করেছে। দীর্ঘ ৩১ বছর আমি গাংনীতে নৌকার টিকিট নিয়ে এমপি হয়েছি। আমাকে যোগ্য হিসেবে দেখেই তৃণমুলের নেতা কর্মীদের মতামত নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তত্বাবধানে আবার দল আমাকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে রেখেছেন। একটি পক্ষ আমার প্রতি ঈর্ষানিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ও আমার পরিবারের বিরুদ্ধে নানাভাবে কটাক্ষ করে আসছেন। আমাকে নানাভাবে উস্কানিমুলক কথা বলে থাকেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তৃণমূল নেতারা বলছেন, প্রায় দেড় দশক ধরে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থায় অবস্থান করছিল। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেনের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। বিভক্ত রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়েছে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতা ও কর্মী জানান, আমরা এখন মুখ খুলতে পারবোনা। তবে এমপিকে বারবার উস্কানিমুলক কথা বলায় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানও চান এসব নেতাকমীরা।
বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হওয়ায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলছে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এ পরিস্থিতি শান্ত করতে দলের নেতা কর্মীদের এক সাথে বসে সমাধান করা উচিৎ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনটি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের

চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করায় রাজনীতির কাজ। একে অপরের ব্যক্তিগত আক্রমন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে মানুষ রাজনীতি থেকে সরে আসবে। নতুন প্রজন্মও রাজনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। গাংনীর নেতাকর্মীদের এক অপরের প্রতি কটাক্ষ মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বেরিয়ে শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করার আহবান জানান তিনি।

গাংনীর এমপিকে তুলোধুনা করলো নেতারা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি,দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা।
রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী বড়বাজার শহীদ রেজাউল চত্ত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাস্টার, শহিদুল ইসলাম শাহ, ফজলুর রহমান ফজল, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।
গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কুটুক্তির প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় বিএনপি জামায়াতের

বিরুদ্ধে কথা না বলে মেহেরপুর-২ আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তাদের পক্ষে কথা বলেছেন। আর এ কারণে সন্ধ্যার পর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আমার বাড়িতে জড়ো হয়ে এমপির বাড়ি ঘরে হামলা ও তাকে উচ্ছেদের দাবী করেছে আমার কাছে। আমি তাদের নিবৃত করেছি। বলেছি রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদের যায়গা আছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

তিনি বলেন, এমপির দেহে যে বিএনপি ও জামায়াতের রক্ত প্রবাহিত সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট মানহানিকর বংশগতভাবে কটাক্ষ করেছেন এমপি খোকন। তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে ফকিন্নির বাচ্ছা উল্লেখ করে এমএ খালেক বলেন, এমপি হওয়ার সাড়ে তিন বছর আগে তার নামে ব্যাংকে কোনো টাকা দেখাতে পারবে না। দেখাতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।

৭৫ লাখ টাকা খরচ করে উপজেলা সভাপতি হয়েছে বলে দাবী করে তিনি নাকি ৭৫ কোটি টাকা খরচ করে আগামীতে সংসদ সদস্য হবেন। তার জালা, বড় জালা, সভাপতি হয়েছে কোনো খবর নেই, কেউ তাকে ফুলের তোড়া সংবর্ধণা বা সম্মান দেইনি মর্যাদা দেইনি। সে সভাপতি হওয়াতে মানুষ টেনশনে পড়ে গিয়েছে। অথচ, মাত্র ১ মাস পর আমি জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১০/১২ দিন যাবৎ এলাকার শত শত মানুষ আমাকে লাইন ধরে সংবর্ধণা দিয়েছেন। এটা তার খুব জালা ধরেছে। অন্তরে বড় জালা। এই জালার কারণে সে আমার বিরুদ্ধে মঞ্চে আবোল তাবোল বলেছে।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাদের প্রয়োজনে কাউকে রাজাকার বলে, কাউকে হাইব্রীড বলেন, অনেক সময় এজন্য মানুষ ভাবে প্রতিপক্ষকে এভাবে বলা আমাদের কালচার। অনেক সময় আমরা বলে ফেলি সে রাজাকারের সন্তান। অনেকেই ধরে নেন ওটা কালচারেরই অংশ। খোকন আসলে রাজাকারের সন্তান তাও মানুষ ধরে নেই ওটাও কালচারের অংশ। আমরা প্রতিপক্ষ তাই হয়তো বলছি। কিন্তু অরজিনাল তিনি রাজাকারের সন্তান। অনেক রাজাকারকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সমাজে ভালভাবে চলাফেরা সব কিছই করতে পারেন। আমরা তাকে রাজাকারের সন্তান বলতে চাইনা। খোকনের বাবা গনি বিশ্বাস, অত্যাচারী, অগ্নি সংযোগকারী, গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী রাজজাকার। যার কোনো ক্ষমা নেই। বেঁচে থাকলে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হতো। আজকে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হতো। সেই রাজাকারের পুত্রকে রাজাকার বললে খুব জালা হয়।

ফ্রীডম পার্টির মামলায় জেল খাটার কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০০১

সালের পর অনেক মামলা হয়েছে আামার নামে। আমি অন্য কোনো মামলায় জেল না খাটলেও ফ্রীডম পার্টির মামলায় আমি জেল খেটেছি। ফ্রীডম পার্টির টাকা নিয়েছেন খোকন আমি তা যথেষ্ট প্রমাণ করতো পারবো।

তিনি বলেন ,২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের চিফ এজেন্ট ছিলেন খোকন। ৮৩ টি সেন্টারের মধ্যে আমার ৪০ টি সেন্টারে আমার এজেন্ট ছিলনা। যারা নৌকার সীল মেরে ছিলো তারাও নৌকার এজেন্ট ছিল। কিন্তু আমার এজেন্ট ছিলনা। সে আমার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে বিরোধী দলের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে। এধরনের বিশ্বাস ঘাতক কেউ করেনা। রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী যে চরিত্র ছিল তার বাবার যে রক্তের ধারা বিরাজমান। সেই রক্তের ধারা অনুযায়ী চরিত্র। ২৪ বছর যাবৎ আওয়ামীলীগের মুল সমস্যাকে খোকনের সৃষ্ট উল্লেখ করেন তিনি।তার উদ্দ্যেশ্য রাজাকার পরিবার থেকে আসা তাদের সুবিধা দেওয়া আর নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তার মুল উদ্যেশ্য।

তিনি সাম্প্রতিক কমিটি গঠণ নিয়ে বলেন আমি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে গাংনীতে রাজাকারমুক্ত কমিটি গঠণ করার জন্য বলেছি। সে আমাকে আসস্থ করেছেন। সম্মেলনের দিনে তিনি আমাকে একটি ম্যাসেজ দিলেন সেটিও আমি বিএম মোজাম্মেল হককে বলেছি। কিন্তু বিএম মোজাম্মেল সেটি করে করেই গেছে। আমরা যদি পাশ না করি শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদের কমিটি যদি পাশ না করে সেটা পাশ হবেনা হবেনা হবেনা।

বারাদিতে আ.লীগ প্রার্থীসহ চার প্রার্থীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নির্বাচনী আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ চার প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে রিটার্নিং অফিসার। তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করায় আওয়ামীলীগের দলীয়

প্রার্থী মোমিনুল ইসলাম কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন নির্বাচন অফিস।
গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা-২০১৬ এর বিধি ১২ এর স্পষ্ট লঙ্ঘন করার অভিযোগ এনে তিনটি ক্যাম্প বাদে বাকি ক্যাম্প বা অফিস বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া কেন তার বিরুদ্ধে বিধিমালা লঙ্ঘনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আচরণ বিধিমালা-২০১৬ এর ৩১ বিধি অনুসারে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না?
এদিকে, বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী এলাকায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সাধারণ সদস্য ৩ জন প্রার্থীদেরকে কারন দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে রিটার্নিং অফিসার। তারা হলেন ৪ নং ওয়ার্ডের মোমিনপুর ও বারাদি ভোটার এলাকায় তালা প্রতীকের প্রার্থী স্বাধীন শেখ, মোরগ প্রতিকের প্রার্থী মোর্শেদ কুলি মেগা ও ফুটবল প্রতিকের প্রার্থী রিপন আলী।

জানা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণবিধি মালা ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুসরণ না করে একটির পরিবর্তে একাধিক শব্দযন্ত্র মাইক ব্যবহার করেছেন। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট সন্তোষজনক জবাব দাখিল করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘনের দায়ে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে জানিয়েছেন বারাদি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের রিটার্নিং অফিসার মেহেদী হাসান।

শ্যামপুর ইউনিয়নের আওয়ামীলীগ প্রার্থীর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের আবেদন

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী আব্দুর রব বিশ্বাস প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকাল ১০ টার দিকে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার আব্দুল আজিজের

কাছে মনোনয়নপত্র উত্তোলনের জন্য আবেদন করেন তিনি।
সহকারী রিটার্নিং অফিসার আব্দুল আজিজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের মনোয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন আজকে। আব্দুর রব বিশ্বাস সকাল ১০ টার দিকে তার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। বিকাল ৫ টার পর এটি ঘোষণা করা হবে। প্রসঙ্গত, আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভাসহ চারটি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নবগঠিত এই শ্যামপুর ইউনিয়নে আব্দুর রব বিশ্বাসসহ মোট ৮ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পৌর নির্বাচনের স্টিয়ারিং কমিটি গঠণ

আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ মে) সন্ধ্যা ৭ টার সময় মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির (ভার্চ্যুয়াল) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন জেলার নেতৃবৃন্দ। প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় ১৫ জুন অনুষ্ঠিতব্য মেহেরপুর পৌর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বর্তমান মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের নির্বাচনে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীকে আহবায়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, জাতীয়

পরিষদের সদস্য ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, প্রফেসর আব্দুল মান্নান,জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা জ্বজকোর্টের পিপি পল্লভ ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন,অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ইকবল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হক জুয়েল ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।
মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের জেলা আওয়ামী লীগের স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী জানান, মেহেরপুর পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের দিক নির্দেশনায় জেলা কমিটির বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দকে নিয়েই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচনকে ঘীরে দলীয় প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে আগামীতে পৌর নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে। পৌর নির্বাচনী পরিচালনা কমিটিকেই আজকে গঠিত এই আহবায়ক কমিটির সদস্যরা সকল ধরনের সহযোগীতা করবেন।

মুজিবনগরের ইউপি চেয়ারম্যান মিলুকে হেলিকপ্টারে করে নেয়া হলো ঢাকায়

মূমূর্ষ অবস্থায় উন্নত চিকিৎসা নিতে অবশেষে হেলিকপ্টারে করেই ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতাল নেয়া হলো মহাজনপুর ইউনিয়নের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুকে।
আজ রবিবার (২২ মে) সকাল পৌণে ১০ টার সময় মেহেরপুর সরকারি হাইস্কুল মাঠ থেকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালের উদ্যেশ্যে রওনা হন তিনি।
তার সাথে রয়েছেন স্ত্রী কল্পনা খাতুন ও ভাস্তে (ভাইয়ের ছেলে) জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বাঁধন।
মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু গতকাল শনিবার (২১ মে) দুপুরে হার্ট স্ট্রোক জনিত কারণে ২৫০ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক ডাক্তার আব্দুর রশিদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে তাকে ঢাকায় নেয়া হয়। আলহাজ্ব আমাম হোসেন মিলুর সুস্থ্যতা ও রোগমুক্তির জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে জেলাবাসির কাছে দোয়া চেয়েছেন তার পরিবারের লোকজন।

মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মিলু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু হৃদরোগে আক্রান্ত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

শনিবার (২১ মে) দুপুরের দিকে নিজ বাড়িতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে পরিবারের লোকজন ২৫০ শয্যা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বর্তমানে তিনি হাসপাতালের কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজিষ্ট) ডাক্তার আব্দুর রশিদের নিবিড় তত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আমাম হোসেন মিলুর ভাতিজা মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। জেলাবাসির কাছে তার আশু রোগ মুক্তির জন্য দোয়া চেয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি ফরহাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শেষে পুনরায় সভাপতি হিসেবে ফরহাদ হোসেন এমপি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এ খালেকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে সম্মেলনের ২য় অধিবেশন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দীন নাসিম নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

এছাড়া সহসভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আব্দুল মান্নান, অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে আড. ইব্রাহীম শাহীন, সদস্য পদে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের নাম ঘোষণা করা হয়।

পি কে হালদার আওয়ামী লীগের দলীয় কেউ না —ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফখরুলকে উদ্যেশ্য করে বলেছেন, অর্থ পাচারের সাথে জড়িতদের তালিকা প্রকাশ করার কথা বলেছেন। মির্জা ফখরুল সাহেব আপনি কালো চশমা পরে বক্তব্য রাখছেন। বাংলাদেশের অর্থ পাচারের আসামী বিএনপি নেত্রী আপনাদের মা ও বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তালিকায় এক নম্বরে আছেন। আওয়ামীলীগের কেউ অর্থ পাচার করলে শেখ হাসিনা কাউকে

ছাড় দেননা। তার জলন্ত উদাহরণ ফরিদপুরে।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন কাদের।

তিনি রাজধানীর নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে।
মির্জা ফখরুল হুশিয়ারী দিয়ে কাদের আরও বলেন, তথ্য প্রমান ছাড়া কোনো কথা বলবেননা। খুব বাড়াবাড়ি করছেন আপনি। প্রধান মন্ত্রীর নামটি উচ্ছারণেও সম্মানবোধ করেন না আপনী। প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কন্যা।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন পিকে হালদার আওয়ামী লীগ দলের কেউ না। দলে পিকে হালদারদের মত লোকের জায়গা হবে না।

তিনি সম্মেলনের দায়ীত্বশীলদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, ত্যাগী ও দলের বিগত কমিটির অবহেলিত নেতা কর্মীদের জায়গা দিতে হবে। কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, অবৈধ অর্থ পাচারকারীদের পরিবর্তে ত্যাগী নেতাকর্মীদের দলের কমিটিতে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগে অনেক ভাল লোক আছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের পদায়ন করতে হবে। বসন্তের কোকিলরা দুঃসময়ে থাকবে না। সুবিধাভোগীদের দুঃসময়ে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
হেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের সভাপতি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগ নয়, বরং জনগণ মনে করে আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থতার দায়ে মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির টপ টু বটম (বড়-ছোট সব) নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আলোয় বাংলাদেশ আজ আলোকিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশের উন্নয়ন ও অর্জন বিএনপি চোখে দেখে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের চলমান উন্নয়ন-অর্জন ধরে রাখতে হলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীতেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখতে হবে। দেশের গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে বাঁচাতে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে।
আগামী জাতীয় নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে এখন থেকেই দলকে সুসংগঠিত ও স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির প্রতিক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু হয়েছে।
পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহা উদ্দীন নাসিম এমপি ও প্রধান বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপিসহ সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।